ভূমি ব্যবস্থাপনায় ই-নামজারি এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

অপ্রতিরোধ্য
অগ্রযাত্রায়
বাংলাদেশ

ভূমি সংস্কার বোর্ড

ভূমি মন্ত্রণালয়

মুখবন্ধ

"আমাদের রূপকল্প অনুযায়ী ২০২০-২০২১ সাল নাগাদ আমরা এমন এক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে চাই, যেখানে অর্থনীতির চালিকাশক্তি হবে উন্নত প্রযুক্তি এবং উচ্চতর প্রবৃদ্ধি। সেই সম্ভাব্য বাংলাদেশে স্থিতিশীল থাকবে দ্রব্যমূল্য, আয়-দারিদ্র্য ও মানব-দারিদ্র্য নেমে আসবে ন্যূনতম পর্যায়ে, সবার জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত হবে, ব্যাপকভাবে বিকশিত হবে মানুষের সৃজনশীলতা এবং সক্ষমতা, সামাজিক, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পাবে, হ্রাস পাবে সামাজিক বৈষম্য, প্রতিষ্ঠা পাবে অংশীদারিত্বমূলক গণতন্ত্র এবং অর্জিত হবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট বিপর্যয় মোকাবেলায় সক্ষমতা। সেই বাংলাদেশ তথ্য-প্রযুক্তিতে বিকশিত হয়ে পরিচিত হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে।"

*** মাননীয় অর্থমন্ত্রীর ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের বাজেট বক্তৃতা ।**

দেশের সকল মানুষই জমাজমি অর্থাৎ ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের জীবন ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত। জমি বেচাকেনা, নামজারি, জমির খাজনা/ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ, খাস/পরিত্যক্ত জমি/পুকুর লীজ গ্রহণ, হাট-বাজারের ভিটি ইজারা, ওয়ারিশান জমি হস্তান্তর, জমি বন্ধক (Usufructuary Mortgage), জমির বিপরীতে ঋণ নেয়া ইত্যাদি কাজকর্মের জন্য জনগণকে প্রতিনিয়ত ইউনিয়ন এবং উপজেলা ভূমি অফিসে যোগাযোগ করতে হয়। বস্তুত, জমি ব্যবস্থাপনার কাজকর্মে সুদীর্ঘ সময় থেকে ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং উপজেলা ভূমি অফিস প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত।

বর্তমান সরকারের ভূমি ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে জনগণের সেবাপ্রাপ্তি সহজীকরণের সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি রয়েছে। বিশেষত: জনগণের জন্য ভূমি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য অবারিতকরণ, ভোগান্তিবিহীন ওয়ান-স্টপ সেবা প্রদান, ভূমি প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত সকলের কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, জবাবদিহিতা ও সময়াবদ্ধ কাঠামোর আওতায় আনয়নের পাশাপাশি ভূমি সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমা, বিরোধ ও বিভিন্নমুখী জটিলতা ন্যূনতম পর্যায়ে কমিয়ে আনা এগুলোর অন্যতম। গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখ ভূমি মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছেন। সরকারের অঙ্গীকার এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ দিক নির্দেশনা অনুযায়ী সরকারের **ভিশন ২০২১** অর্জন তথা **ডিজিটাল বাংলাদেশ** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের ভূমি বিষয়ক সেবা সহজলভ্য করার লক্ষ্যে বিভিন্নমুখি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

সরকারের ঘোষণা মোতাবেক ইতোমধ্যে দেশের ৪৫০১ টি ইউনিয়ন পরিষদে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার স্থাপিত হয়েছে এবং এসব সেন্টার থেকে জনসাধারণকে ১২৪ টিরও অধিক প্রকারের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ৮টি বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ৬৪টি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং ৪৯৬ টি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় আন্তঃনেটওয়ার্কিং সংযুক্ত। এখন ই-ফাইলিং-এর মাধ্যমে সকল প্রকার দাপ্তরিক কাজ অন-লাইনে সম্পন্ন করা যায়। সরকারের উন্নয়নমূলক সকল কর্মকাণ্ড ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যায়ে সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সিং -এ সরাসরি সাধারণ মানুষের কথা শুনছেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের নির্দেশ প্রদান করছেন। তদানুসারে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয়ভাবে প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে। এরই প্রেক্ষাপটে দেশের ৫০৭ টি উপজেলা/সার্কেল এবং ৩৪৫৮ টি পৌর/ইউনিয়ন ভূমি অফিসে আইটি নেটওয়ার্কিং স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। বিশেষত: প্রশাসনিক ও ভূমি সংশ্লিষ্ট সকল সেবা উপজেলা এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিস থেকে তৃণমূল পর্যায়ে স্বল্প সময়ে ও সাশ্রয়ী মূল্যে প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে এ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। অধিকন্তু জমিজমা বিষয়ক জটিলতা ও মামলা মোকদ্দমা থেকে নিষ্কৃতি এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠির পজিটিভ ক্ষমতায়নসহ তাদেরকে প্রতারণার হাত থেকে মুক্তি প্রদানের লক্ষ্যে এ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

উপজেলা এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিসে আইটি নেটওয়ার্কিং স্থাপনের লক্ষ্যে PPNB এর আওতায় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ঢাকা বিভাগ (ময়মনসিংহসহ) ও সিলেট বিভাগের সকল উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিস এবং বিদ্যুৎ সংযুক্ত ১৯৪৫ টি ইউনিয়ন/পৌর ভূমি অফিসে আইটি সামগ্রী (ল্যাপটপ, কম্পিউটার, স্ক্যানার, প্রিন্টার ও মডেম) সরবরাহ করা হয় এবং এসব অফিসের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে আইটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অর্থ বিভাগ কর্তৃক সময়ে সরেজমিন মূল্যায়নপূর্বক কর্মসূচিটিকে **"ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে একটি মাইলফলক"** হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, ভূমি ব্যবস্থাপনায় ডিজিটালাইজেশনের ঘোষণা বাস্তবায়নে ঐ সময়ে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সহকারী কমিশনার (ভূমি)

ভূমি ব্যবস্থাপনায় ই-নামজারি এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

গণ ভূমি সংশ্লিষ্ট সেবাগুলোকে সহজীকরণের লক্ষ্যে নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার সংগ্রহপূর্বক তাদের স্ব স্ব অফিস থেকে জনগণকে দ্রুত উন্নত সেবাদানের প্রক্রিয়া শুরু করে। ভূমি সংস্কার বোর্ড কর্তৃক এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানানো হয় এবং উদ্যোগগুলো সফল করতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এ সব উদ্যোগকে একই পদ্ধতিতে আনয়ন এবং দেশব্যাপি এগুলোর সম্প্রসারণ করার প্রয়াসে একটি পূর্ণাঙ্গ সফট্ওয়্যার তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়।

ভূমি সেবাসমূহ সহজীকরণের পদ্ধতি নির্ধারণে বিগত ০৫ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নেতৃত্বে **'ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো কমিটি'** গঠন করা হয়। কমিটি ভূমি সেবাসমূহ সমন্বিতভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো (Land Information Service Framework: LISF) প্রণয়নের কাজ শুরু করে এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ, a2i প্রোগ্রাম ও আইসিটি বিভাগকে সম্পৃক্ত করে LISF এর উপযোগী নামজারি পদ্ধতি তৈরির জন্য ভূমি সংস্কার বোর্ডকে অনুরোধ জানায়। তদানুসারে, ভূমি সংস্কার বোর্ড একটি পূর্ণাঙ্গ সফটওয়্যার তৈরির উদ্যোগ নেয় এবং ১০টি মডিউল সমৃদ্ধ Land Information Management System - LIMS নামক একটি পূর্ণাঙ্গ সফটওয়্যার সংগ্রহ করে। মাননীয় ভূমি মন্ত্রী, জনাব শামসুর রহমান শরীফ এমপি গত ৪ আগস্ট ২০১৬ তারিখে পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলা ভূমি অফিসে এ সফট্ওয়্যারটির পাইলটিং কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।

ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো সংক্রান্ত কমিটির গত ০৭-০২-২০১৬ তারিখের সভায় এ মর্মে সিদ্ধান্ত হয় যে, a2i প্রোগ্রাম কর্তৃক তৈরিকৃত ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে অনলাইন নামজারি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ই-নামজারি সিস্টেম দ্রুত পাইলট আকারে বাস্তবায়নের কার্যক্রম শুরু করতে হবে; ভূমি সংস্কার বোর্ড এ বিষয়ে নেতৃত্ব দেবে। এ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আগস্ট ২০১৬ হতে এপ্রিল ২০১৭ সময়ে LIMS সফটওয়্যারটি সারা দেশে চালুর নিমিত্ত ভূমি সংস্কার বোর্ড কর্তৃক ১৩টি উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিসে এবং উক্ত ১৩টি ভূমি অফিসের অধীন ২টি করে ইউনিয়ন ভূমি অফিসে এটির পাইলটিং সম্পন্ন/বাস্তবায়ন করা হয়।

পাইলটিং-এর অর্জন

অগ্রগতির নাম	বর্ণনা
প্রশাসনিক অগ্রগতি	ভূমি অফিসগুলোতে কম্পিউটার পরিচালনা ন্যূনতম প্রশাসনিক অবকাঠামো বিনির্মাণ।
কারিগরি অগ্রগতি	কম্পিউটার সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়াদি যেমন-হার্ডওয়্যার, সফট্ওয়্যার, নেটওয়ার্ক স্থাপন ও সম্প্রসারণ।
প্রশিক্ষণ অগ্রগতি	ভূমি অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হাতে কলমে LIMS প্রশিক্ষণ প্রদান।
অনুশীলনের অগ্রগতি	সফট্ওয়্যার ব্যবহারকারীর নিজ হাতে অনুশীলন সম্পন্নকরণ।
সেবা গ্রহীতা	সেবা গ্রহীতাগণ অল্প সময়ে কম খরচে এবং কম যাতায়াতে ই-মিউটেশন সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। সিস্টেমটি সম্পূর্ণ অনলাইন/ওয়েব বেইজড সলুশন হওয়ায় যে কোন স্থান থেকে সেবা গ্রহীতার সেবা নিশ্চিত হতে পারে।
ইউজার (সহকারী কমিশনার (ভূমি)/ ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা)	অনলাইনেই আবেদন গ্রহণ, প্রেরণসহ সেবার কাজগুলো অল্প সময়েই সম্পন্ন করা যায়। এসিল্যান্ড, ইউএলও তাদের সকল সিদ্ধান্তমূলক কাজ দ্রুত সময়ের মধ্যেই করতে পারেন। স্বয়ংক্রিয়ভাবে খতিয়ান তৈরিসহ ইউনিয়ন/উপজেলা থেকে ভূমি সম্পর্কিত ডাটা মেইন সার্ভারে আপডেট হয়। আলাদা করে মাসিক/বাৎসরিক রিপোর্ট মন্ত্রণালয়/ভূমি সংস্কার বোর্ডে পাঠানোর দরকার হয় না।
সুপার এডমিন (ভূমি সংস্কার বোর্ড/ভূমি মন্ত্রণালয়)	মনিটরিং ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক মনিটরিং এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব।

ভূমি সংস্কার বোর্ড-এর পাইলটিং পদক্ষেপটি সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসগুলোতে ব্যাপক সাড়া জাগায় এবং ব্যবহারকারীদের আগ্রহী করে তোলে। পাইলটিং এর অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে LIMS সিস্টেমটিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন-সংযোজনক্রমে উন্নততর করা হয়েছে।

ইত্যবসরে, ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে a2i কর্তৃক ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো তৈরিপূর্বক এর উপাত্তমান (Data standerd) ও সমন্বয়মান (Integration Standerd) প্রণয়ন করা হয় এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ০৭-০২-২০১৬ তারিখের প্রজ্ঞাপনে ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো www.land.gov.bd অনুসরনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

ভূমি ব্যবস্থাপনায় ই-নামজারি এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

প্রতি বছর দেশে গড়ে প্রায় ২৪,০০,০০০ (চব্বিশ লক্ষ) নামজারি মামলা দায়ের হয়। এ সকল মামলা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে পরিচালনা করার লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার বোর্ড-এর পাইলটিং পদক্ষেপটি a2i প্রোগ্রামকর্তৃক গৃহীত ই-মিউটেশন সিস্টেমে ধারণ করা হয়। সিস্টেমটি ১২/০২/২০১৭ থেকে ৩১/০৫/২০১৭ পর্যন্ত সময়ে দেশের ০৭টি জেলার ০৭টি উপজেলায় পাইলটিং করা হয়। এরই অংশ হিসেবে প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ এবং ব্যবহারকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আইটিতে দক্ষ জনবল কাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়। এছাড়া প্রতিটি উপজেলায় জনপ্রতিনিধি, ব্যবহারকারী, নাগরিক ও ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাদের নিয়ে অবহিতকরণ সভার আয়োজন করা হয়। পাইলটিং পর্যায়ে সিস্টেমটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হয় এবং পাইলটিং-এ প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণগুলো পরবর্তীতে উক্ত সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবাকে ডিজিটালাইজেশন করার লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ০২ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে ভূমি সংস্কার বোর্ড ও a2i প্রোগ্রাম- এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত সমঝোতা স্মারকের আলোকে ই-মিউটেশন সিস্টেম বাস্তবায়নে ভূমি সংস্কার বোর্ড উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসে হার্ডওয়্যার সরবরাহসহ কানেক্টিভিটি নিশ্চিত করছে এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i প্রোগ্রাম, প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ ও ব্যবহারকারী-প্রশিক্ষণ আয়োজনের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে। ১৫ই মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত ৫৪টি জেলার ১৩৫ টি উপজেলায় ৪৮১ জনকে প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ ও ২০৭১ জনকে ব্যবহারকারী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ১১২টি উপজেলায় এই সিস্টেমটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই সিস্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৪৮,২৭৪ নামজারি মামলা অনলাইনে প্রসেস করা হয়েছে যার মাধ্যমে প্রায় ২,৪১,৩০০ জন নাগরিক উপকৃত হয়েছে। যেসব উপজেলায় ই-নামজারি চালু হয়েছে সেখানে এ প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণে জনগণের মধ্যে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া লক্ষ্য করা গেছে এবং পত্র-পত্রিকায় তা ইতিবাচকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সারাদেশে এই সিস্টেমটি বাস্তবায়ন করা গেলে প্রতিটি মামলার সাথে সম্পৃক্ত গড়ে ০৫ (পাঁচ) জন ব্যক্তি থাকলে প্রতিবছর প্রায় ১,২০,০০,০০০ নাগরিক ভোগান্তিহীনভাবে নামজারি সেবা পেতে সক্ষম হবেন।

বিগত ২৫ জুলাই ২০১৭ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একটি সভায় ভূমি ব্যবস্থাপনায় চলমান উদ্যোগসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। ঐ সভায় ই-নামজারি সিস্টেমটি পর্যবেক্ষণপূর্বক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ জুন ২০১৮ এর মধ্যে সারাদেশে ই-নামজারি বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করেছেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানিয়েছে। নির্দেশনা মোতাবেক ভূমি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ভূমি সংস্কার বোর্ড ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i প্রোগ্রাম ২০১৮ সালের জুন মাসের মধ্যে সারাদেশে সিস্টেমটি বাস্তবায়নের সর্বপ্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। ভূমি রেজিস্ট্রেশন-এর সাথে নামজারি সেবা ওতপ্রোতভাবে জড়িত বিধায় ভূমি রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামোতে সংযুক্ত করতে ইতোমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে আইন ও বিচার বিভাগ-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সকল উপজেলায় ই-নামজারি বাস্তবায়নের নিবিড় তদারকি ও পরিবীক্ষণের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

ই-নামজারি প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন উপজেলায় সম্প্রসারণের সাথে সাথে উপকারভোগীর সংখ্যা দিন দিন পৌনঃপুনিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামোতে ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কযুক্ত অপরাপর সেবা যেমন - ভূমি উন্নয়ন করের দাবি নির্ধারণ ও আদায়, খাস/পরিত্যক্ত জমি/পুকুর বা হাট-বাজারের ভিটি ইজারা, ভূমি অফিসের সকল প্রকার বিবরণী প্রস্তুত সন্নিবেশ করা হয়েছে।

একটি সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গঠনের প্রত্যয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে সরকার প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও রূপকল্প - ২০২১ বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে। ইতোমধ্যে সরকার সফলভাবে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। জাতির পিতার যোগ্য উত্তরসুরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঠিক ও যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের সুপারিশ লাভ করেছে। উন্নয়নে অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় এখন বাংলাদেশ। যেসব নির্ণায়কের মাপকাঠিতে আমরা এ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি ঐসব নির্ণায়ক সমুন্নত রাখতে বাংলাদেশের সর্বাধিক বৃহত্তর সেক্টর হিসেবে পরিচিত - ভূমির সেবার ক্ষেত্রগুলোকে আরো উন্নত করা জরুরী। তাই ভূমি ব্যবস্থাপনায় ডিজিটালাইজেশনের কোন বিকল্প নেই। মূলতঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহার করে ইউনিয়ন, উপজেলা এবং জেলা সদর দপ্তরসমূহে ভূমি সম্পর্কীত One stop Servic প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের দেশ, ২০৩০ সালের মধ্যে SDG'র লক্ষমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত আয়ের দেশে উন্নীত করার চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়নের কাজ করছে ভূমি সংস্কার বোর্ড।

ভূমি ব্যবস্থাপনায় ই-নামজারিঃ পরিবর্তনের নতুন প্রয়াস

সুপ্রাচীনকাল হতে ভূমি মানুষের প্রধান অবলম্বন হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। মাটির সাথে রয়েছেমানুষের নাড়ির সম্পর্ক। এক খণ্ড জমি এদেশের মানুষের নিকট যে কত আপন তা জমি-জমার সাথে সংশ্লিষ্ট ও ভুক্তভোগী মাত্রই ভাল জানেন। আদিকাল থেকেই খাদ্যের নিশ্চয়তার পর মানুষ নিজ বাস্তুভিটার প্রতি মনোযোগী হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় অদ্যাবধি ভূমির সাথে মানুষের শিকড়ের টান নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। পরিসংখ্যানগতভাবে দেখা যায় এদেশের শতকরা মাত্র ৩.৭৫ ভাগ মানুষ কৃষি ব্যতীত অন্য পেশার সাথে সম্পৃক্ত আর অন্য সকলই নির্ভরশীল কৃষির উপর।

ভূমি ব্যবস্থাপনার ইতিহাস প্রাচীন। বাংলাদেশে ভূমি ব্যবস্থাপনা, একটা জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। মূলতঃ জনসংখ্যা অনুপাতে জমির পরিমাণ কম হওয়ায় বিষয়টি অধিকতর জটিল হয়ে পড়েছে। দেশের সবচেয়ে বেশী অনিয়ম-দুর্নীতি, দাঙ্গা-ফ্যাসাদ, মামলা-মোকদ্দমা তাই এই ভূমি সেক্টরে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন শতকরা ৬৭ ভাগ মোকদ্দমার সূত্রপাত ভূমির মালিকানা নিয়ে।

প্রচলিত পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা

আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থায় বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশও ডিজিটাল হওয়ার পথে এগিয়েছে অনেক দূর। কিন্তু, আজো ভূমি ব্যবস্থাপনার অনেক কিছুই রয়ে গেছে সেকেলে আমলের। বর্তমান সরকার তথা ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নে ও ডিজিটালাইজেশনে বদ্ধপরিকর। একথা অনস্বীকার্য যে, সাম্প্রতিক সময়ে সরকারের সদিচ্ছা এবং তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে ভূমি মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বোর্ড/অধিদপ্তরগুলোর আন্তরিক প্রচেষ্টায় ভূমি সেক্টরের অনেক সেবাই সহজলভ্য করা সম্ভব হয়েছে। ভূমি রেজিস্ট্রেশন হতে শুরু করে অনেক ক্ষেত্রে লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। ভূমি রেকর্ড আধুনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণসহ ভূমি সম্পর্কিত সেবা সহজীকরণে ভূমি অফিসগুলোতে নিজস্ব ওয়েবসাইটও তৈরী করা হয়েছে। কোন কোন উপজেলা ভূমি অফিসে হেল্পডেস্ক স্থাপন ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রসহ অফিসকক্ষ সুসজ্জিতকরণ এবং সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে।

মূলতঃ, ভূমি অফিসে আজও যে বিষয়গুলি মানুষের ভোগান্তির বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায় তার অন্যতম হলো নামজারি। প্রতি বছর দেশে প্রায় ২২,০০,০০০ (বাইশ লক্ষ) নামজারি মামলা দায়ের হয়। এই নামজারিতে জনগণকে যে কি দুর্ভোগ পোহাতে হয়

তা ভুক্তভোগী মাত্রই ভালো জানেন। তবে,আশার কথা হলো, এখন নামজারির প্রক্রিয়াটি ডিজিটালাইজেশনের আওতায় আনা হয়েছে। নামজারির সকল মামলা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে পরিচালনা করা গেলে জনগণের একদিকে যেমন সময়, খরচ ও যাতায়াত হ্রাস পাবে অন্যদিকে এ খাতে দুর্নীতি ও হয়রানি লাঘব হবে। পাশাপাশি মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যাও কমে আসবে।

ইতোমধ্যে জেলা রেকর্ডরুম থেকে ভূমির নামজারির পর্চা ও নকশা উত্তোলনে ডিজিটাল পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে। এতে ভূমির মালিকদের হয়রানি ও ভূমি জালিয়াতি অনেকাংশেই কমে এসেছে। ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে ভূমি দস্যু আর ভূমি অফিসের অসাধু কর্মচারী-দালালদের অপতৎপরতা; অতি দ্রুত সেবা পাওয়ার পাশাপাশি কমে এসেছে বাড়তি খরচের ঝামেলাও। এতে স্বস্তি এসেছে সাধারণ ভূমি মালিকের।

বিশেষতঃ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণ সেবা গ্রহীতাদের পদে পদে হয়রানি লাঘবে ভূমি ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান পদ্ধতি পরিবর্তন করে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু করেছেন। ভূমি সংশ্লিষ্ট সব তথ্য সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার/বই থেকে স্ক্যান করে ল্যাপটপে সংরক্ষণ করছেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণ। ল্যাপটপ ক্লিক করলেই চোখের সামনে ভেসে উঠছে সরকারি-বেসরকারি সব জমির দাগ, খতিয়ান নম্বরসহ যাবতীয় তথ্য। এজন্য পরিশ্রম করতে হচ্ছে সহকারী কমিশনার (ভূমি) সহ তার অফিসের অন্য সকল স্টাফদের। আর সে পরিশ্রমের ফল এখন ভোগ করছে ঐসব উপজেলার অগণিত সাধারণ মানুষ।

শুরুর কথা ঃ

'সরকারের ভিশন-২০২১' অর্জন তথা **'ডিজিটাল বাংলাদেশ'** বিনির্মাণে ভূমি সংশ্লিষ্ট সকল সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়, ভূমি সংস্কার বোর্ড, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিস নিরন্তর কাজ করছে। মূলতঃ ভূমি সংশ্লিষ্ট সকল সেবা জনগণের নিকট সহজলভ্য করতে উপজেলা এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিসে আইটি নেটওয়ার্কিং কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমান সরকারের **'ডিজিটাল বাংলাদেশ'** ঘোষণার সূত্র ধরে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণ নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার তৈরি করে জনগণকে উন্নত সেবাদানের প্রচেষ্টা শুরু করে। স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত তহবিল দ্বারা এটি পরিচালনা করা হয়। তবে ভূমি সম্পর্কীত তথ্যসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিৎকরণসহ প্রক্রিয়াটি সুসংহত করতে এগিয়ে আসে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i (Access to Information) প্রকল্প এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

ভূমি সেবাকে ডিজিটালাইজেশনের লক্ষ্যে ৫ এপ্রিল ২০১৫ খ্রি. তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত আছেন জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়, জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান, চেয়ারম্যান (সচিব), ভূমি সংস্কার বোর্ড এবং জনাব কবির বিন আনোয়ার, মহাপরিচালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

ভূমি ব্যবস্থাপনায় ই-নামজারি এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গঠিত ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো (Land Information Service Framework: LISF) সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ভূমি সেবা সহজীকরণ এবং জনগণের কাছে দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার বোর্ডকে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ, a2i প্রকল্পও ICT বিভাগকে সম্পৃক্ত করে LISFএর উপযোগী নামজারি পদ্ধতি তৈরিতে সমন্বয়ের ভূমিকা পালনের অনুরোধ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ কর্তৃক উদ্ভাবিত ভূমি সেবা কেন্দ্রিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে দেশব্যাপী সম্প্রসারণ এবং একটি অভিন্ন পদ্ধতিতে আনয়নের প্রয়াসে ভূমি সংস্কার বোর্ড ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ১০টি মডিউল সমৃদ্ধ Land Information Management System – LIMS নামক একটি পূর্ণাঙ্গ সফটওয়্যার ক্রয় করে। মাননীয় ভূমি মন্ত্রী জনাব শামসুর রহমান শরীফ এমপি গত ৪ আগস্ট ২০১৬ তারিখে পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলা ভূমি অফিসে এ সফটওয়্যারটির পাইলটিং কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।

LIMS এর অন্তর্ভুক্ত ১০টি মডিউল

1. Land Mutation Management System
2. Land Mutation Review Management System
3. Land Misc. Case Management System
4. Land Development Tax Management System
5. Online Offline messaging system
6. Case tracking system
7. Budget Management system
8. Rent Certificate Management system
9. Employee Management system
10. Monitoring Dashboard System

সফটওয়্যারটির বৈশিষ্ট্য হল প্রথমতঃ এতে সেবাপ্রার্থীগণ অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন এবং আবেদনপত্রের সর্বশেষ অবস্থা জানতে পারবেন। তাছাড়া আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ হলে উপজেলা/ইউনিয়ন ভূমি অফিস হতে এস.এম.এস এর মাধ্যমে সে তথ্য পেয়ে যাবেন। সেবা প্রার্থীগণ আবেদনের বিষয়ে শুনানীর তারিখ অনলাইনে ঘরে বসেই জানতে পারবেন এবং নামজারির শেষে মুদ্রিত পর্চাও হাতে পেয়ে যাবেন। এতে মাঠ পর্যায়ের কাজের সুষ্ঠ তদারকি সম্ভব হবে।

দ্বিতীয়তঃ জেলা ও বিভাগওয়ারি নামজারির অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা বিবেচ্য মাসে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ও অবশিষ্ট মামলার সংখ্যাসহ নিষ্পন্নকৃত মামলার মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা যাবে।

তৃতীয়ত ঃ জেলা ও বিভাগওয়ারি রেন্ট সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা এবং মোট অনাদায়ী অর্থের পরিমাণের মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা যাবে।

চতুর্থত ঃ জেলা ও বিভাগওয়ারি সাধারণ এবং সংস্থার ভূমি উন্নয়ন করের দাবি ও আদায়ের মাসিক বিবরণী এবং বিগত বছরের একই সময়ের সাথে দাবি ও আদায়ের তুলনামূলক চিত্র যাচাই করা যাবে। ভূমি মন্ত্রণালয় সহজেই অন্যান্য মন্ত্রণালয়/সংস্থার ভূমি উন্নয়ন করের দাবির পরিমাণও জানতে পারবে।

পঞ্চমত ঃ সফটওয়্যারটি সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণের অধিকাংশ কাজের চাহিদা পূরণে সক্ষম।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গঠিত ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো সংক্রান্ত কমিটির গত ০৭-০২-২০১৬ তারিখের সভায় এ মর্মে সিদ্ধান্ত হয় যে a2i কর্তৃক তৈরিকৃত ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে অনলাইন নামজারি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ই-নামজারি সিস্টেম দ্রুত পাইলটিং আকারে বাস্তবায়নের কার্যক্রম শুরু করতে হবে। ভূমি সংস্কার বোর্ড এ বিষয়ে নেতৃত্ব দেবে। এ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে LIMS সফটওয়্যারটি সারা দেশে চালুর নিমিত্ত ভূমি সংস্কার বোর্ড কর্তৃক ১৩টি উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিসে এবং উক্ত ১৩টি অফিসের অধীন ২টি করে ইউনিয়ন ভূমি অফিসে পাইলটিং সম্পন্ন/বাস্তবায়ন করা হয়।

১৩টি উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিস এবং ২৬টি ইউনিয়ন/সার্কেল/পৌর ভূমি অফিসের তালিকা।

ক্রমিক	উপজেলা/সার্কেল অফিসের নাম	ইউনিয়ন ভূমি অফিস
১।	তেজগাঁও সার্কেল ভূমি অফিস	১। তেজগাও ভূমি অফিস, ২। সাতারকূল ভূমি অফিস,
২।	ঈশ্বরদী উপজেলা ভূমি অফিস, পাবনা	১। ঈশ্বরদী সদর ইউনিয়ন ভূমি অফিস, ২। দাশুড়িয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস
৩।	পবা উপজেলা ভূমি অফিস, রাজশাহী	১। দারুসা ইউনিয়ন ভূমি অফিস, ২। রামচন্দ্রপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস
৪।	রংপুর সদর উপজেলা ভূমি অফিস, রংপুর	১। পরশুরাম ইউনিয়ন ভূমি অফিস, ২। তপোধন ইউনিয়ন ভূমি অফিস
৫।	ফুলবাড়ী উপজেলা ভূমি অফিস, কুড়িগ্রাম	১। সদর ইউনিয়ন ভূমি অফিস, ২। নোয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন ভূমি অফিস
৬।	রাজারহাট উপজেলা ভূমি অফিস, কুড়িগ্রাম	১। ছিনাই ইউনিয়ন ভূমি অফিস, ২। চাকিরপশার ইউনিয়ন ভূমি অফিস
৭।	মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলা ভূমি অফিস, মুন্সীগঞ্জ	১। মুন্সীগঞ্জ পৌর ভূমি অফিস, ২। পঞ্চসার ইউনিয়ন ভূমি অফিস
৮।	ভালুকা উপজেলা ভূমি অফিস, ময়মনসিংহ	১। ভালুকা ইউনিয়ন ভূমি অফিস, ২। ভরাডোবা ইউনিয়ন ভূমি অফিস
৯।	টুঙ্গীপাড়া উপজেলা ভূমি অফিস, গোপালগঞ্জ	১। পাটগাতি ইউনিয়ন ভূমি অফিস, ২। তারাইল ইউনিয়ন ভূমি অফিস
১০।	আনোয়ারা উপজেলা ভূমি অফিস, চট্টগ্রাম	১। আনোয়ারা ইউনিয়ন ভূমি অফিস, ২। বুরুমছড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস
১১।	সাতকানিয়া উপজেলা ভূমি অফিস, চট্টগ্রাম	১। সদর ইউনিয়ন ভূমি অফিস, ২। বাজালিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস
১২।	মাগুরা সদর উপজেলা ভূমি অফিস, মাগুরা	১। শত্রুজিতপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস, ২। আমুরিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস
১৩।	কালিগঞ্জ উপজেলা ভূমি অফিস, সাতক্ষীরা	১। পৌর ইউনিয়ন ভূমি অফিস, ২। ভাড়াসীমলা ইউনিয়ন ভূমি অফিস

সময় কাল -মাঠ পর্যায়ে: আগস্ট ২০১৬ হতে এপ্রিল ২০১৭, মেয়াদকাল: প্রতিটি উপজেলায় গড়ে ৪ মাস।

পাইলটিং-এর ফলাফল :

অগ্রগতির নাম	বর্ণনা	অগ্রগতির হার
প্রশাসনিক অগ্রগতি	কম্পিউটার পরিচালনা করার ন্যূনতম প্রশাসনিক অবকাঠামো বিনির্মাণ।	৮৯%
কারিগরি অগ্রগতি	কম্পিউটার সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়াদি যেমন -হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, নেটওয়ার্ক স্থাপন ও সম্প্রসারণ ইত্যাদি।	৮৫%
প্রশিক্ষণ অগ্রগতি	হাতে কলমে LIMS প্রশিক্ষণ প্রদান।	৮৬%
অনুশীলনের অগ্রগতি	ব্যবহারকারীর নিজ হাতে অনুশীলন সম্পন্নকরণ।	৭৪%
সেবা গ্রহীতা	সেবা গ্রহীতাগণ অল্প সময়ে কম খরচে এবং কম যাতায়াত করেই ই-মিউটেশন সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। সিস্টেমটি সম্পূর্ণ অনলাইন/ওয়েব বেইজড সলুশন হওয়ায় যে কোন স্থান থেকে সেবা গ্রহীতার সেবা নিশ্চিত করা যায়।	
ইউজার (এসিল্যান্ড/ইউএলও)	অনলাইনেই আবেদন গ্রহণ, প্রেরণসহ সেবার কাজগুলো অল্প সময়েই সম্পন্ন করা যায়। এসিল্যান্ড, ইউএলও তাদের সকল সিদ্ধান্তমূলক কাজ দ্রুত সময়ের মধ্যেই করতে পারেন। স্বয়ংক্রিয়ভাবে খতিয়ান তৈরিসহ ইউনিয়ন/উপজেলা থেকে ডাটা মেইন সার্ভারে আপডেট হয়। আলাদা করে মাসিক/বাৎসরিক রিপোর্ট মন্ত্রণালয়/ভূমি সংস্কার বোর্ডে পাঠানোর দরকার হয় না।	
সুপার এডমিন (ভূমি সংস্কার বোর্ড/ভূমি মন্ত্রণালয়):	মনিটরিং ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক মনিটরিং এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা যায়।	

পাইলটিং পদক্ষেপটি সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসগুলোতে ব্যাপক সাড়া জাগায় এবং ব্যবহারকারীদের আগ্রহী করে তোলে। পাইলটিং এর অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে LIMS সিস্টেমটি উন্নতর করা হয়েছে যা a2i প্রকল্পগৃহীত ই-মিউটেশন সিস্টেমে ধারণ করা হয়। পাইলটিং থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা a2i এর গৃহীত ই-মিউটেশন কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত ও সফল করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।

ভূমি ব্যবস্থাপনায় ই-নামজারি এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

ভূমি সংস্কার বোর্ড ও a2i প্রকল্প-এর যৌথ উদ্যোগ:

ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ০২ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে ভূমি সংস্কার বোর্ড ও a2i **প্রকল্প**-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত সমঝোতা স্মারকের আলোকে ভূমি সংস্কার বোর্ড ও a2i প্রোগ্রামের যৌথ উদ্যোগে ই-মিউটেশন সিস্টেম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হার্ডওয়্যার ও কানেক্টিভিটি সরবরাহ করেছে, প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ ও ব্যবহারকারী-প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছে।

ইত্যবসরে a2i প্রকল্প-এর পরামর্শক্রমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ভূমিসেবা সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের সহযোগিতায় ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো land.gov.bd জারি করেছে যেখানে সকল ভূমিসেবা পর্যায়ক্রমে সন্নিবেশিত হবে। ইতোমধ্যে আর.এস খতিয়ান সিস্টেম (RS-K) ও ই-নামজারি (e-mutation) সিস্টেম এই কাঠামোতে যুক্ত হয়েছে। উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিসের নামজারি ও জমা-খারিজ সেবা ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে কম সময়ে, কম খরচে ও ভোগান্তিহীনভাবে প্রদানের জন্য a2i প্রোগ্রাম ও ভূমি সংস্কার বোর্ড যৌথভাবে ই-নামজারি সিস্টেম তৈরি করেছে যার লিঙ্ক হলো- http://land.gov.bd।

সিস্টেমটি প্রথমে ০৭টি জেলার ০৭টি উপজেলায় পাইলটিং করা হয়। এতে প্রতিটি উপজেলার ০৪ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ঢাকায় প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং প্রশিক্ষকগণ সংশ্লিষ্ট উপজেলায় ব্যবহারকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এছাড়া প্রতিটি উপজেলায় জনপ্রতিনিধি, ব্যবহারকারী, নাগরিক ও ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাদের নিয়ে অবহিতকরণ সভার আয়োজন করা হয়। এ সকল উপজেলায় ১২/০২/২০১৭ থেকে ৩১/০৫/২০১৭ পর্যন্ত পাইলটিং কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। এ সময়ে বিশ্বনাথ উপজেলায় ১৪০ টি, ছাতকে ১৮৩ টি, পঞ্চগড় সদরে ১৪০ টি, পিরোজপুর সদরে ১১৬ টি, ঝিনাইদহ সদরে ২৬৭ টি, সিরাজগঞ্জ সদরে ৪৩৬ টি এবং চাটমোহরে ১২২০ টি মোট ২৫০২ টি মামলা এই সিস্টেমে প্রসেস করা হয়। পাইলটিং পর্যায়ে সিস্টেমটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়। পাইলটিং কার্যক্রমে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ পাওয়া যায় যা উক্ত সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ই-নামজারির অর্জন:

ভূমি সংস্কার বোর্ড ও a2i **প্রকল্প**-এর যৌথ ব্যবস্থাপনায় প্রথম পর্যায়ে ১৯/০৩/২০১৭ তারিখে ৫৪টি উপজেলা ভূমি অফিসে ই-নামজারি চালু করা হয়। উক্ত কার্যক্রমে (ক) ১৬২ জনকে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং (খ) ১০৮৪ জনকে ইউজার ট্রেনিং প্রদান করা হয়। বর্তমানে ১১২ টি উপজেলায় এই সিস্টেমটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইতোমধ্যে রাজবাড়ী সদর, কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর, খুলনা সদর ও বটিয়াঘাটায় শতভাগ ই-নামজারির সেবা চালু আছে।

ই-নামজারি সিস্টেমে বর্তমানে সেবা প্রদানরত অফিসের সংখ্যা ৯১২ এবং ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৯৮৯। এই সিস্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে ইতোমধ্যে প্রায় ২০,০০০ (বিশ হাজার) নামজারি মামলা অনলাইনে প্রসেস হয়েছে যার মাধ্যমে প্রায় ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) নাগরিক উপকৃত হয়েছে। উপজেলার সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে দিন দিন এ সংখ্যা পৌনঃপুনিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ভূমি সংস্কার বোর্ড বিভিন্ন উপজেলা ভূমি অফিস এবং এর আওতাধীন ইউনিয়ন ভূমি অফিসে কর্মরত সহকারী কমিশনার (ভূমি), কানুনগো, সার্ভেয়ার, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, প্রধান সহকারী, সার্টিফিকেট সহকারী, নাজির-কাম-ক্যাশিয়ার, ক্রেডিট চেকিং-কাম-সায়রাত সহকারী এবং ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা মোট ১৮০৪ জন অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে ০৪ দিনব্যাপী মোট ১১৪টি ব্যাচের মাধ্যমে ই-নামজারি ব্যবহারকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তদুপরি ৪৭টি জেলার ভূমি প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে ০২দিন ব্যাপী প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন উপজেলার ভূমি প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে প্রশিক্ষণ শেষে ল্যাপটপ, স্ক্যানার, প্রিন্টার ও মডেম বিতরণ করা হয়েছে ভূমি প্রশাসনকে ডিজিটালাইজেশন করার জন্য।

পাইলটিং পর্যায়ে ই-নামজারি কার্যক্রম ৫০টি উপজেলায় উন্নীত করণের লক্ষ্যে সার্ভারের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে (বিসিসি) অনুরোধ করা হয়। পরবর্তিতে এ কার্যক্রমের পরিধি ১০০টি উপজেলায় সম্প্রসারিত হলে ন্যাশনাল ডাটা সেন্টারে ১০টি ফিজিক্যাল সার্ভার ও ৩৪টি IP বরাদ্দ সুনির্দিষ্ট করার জন্য বিসিসিকে অনুরোধ করে। তদানুযায়ী বিসিসি ১০০টি উপজেলার জন্য উপযুক্ত সার্ভার স্থাপন করে। ই-নামজারি কার্যক্রম সফল বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যমান সার্ভারসমূহ পর্যাপ্ত না হওয়ায় ইতোমধ্যে বিসিসিতে আরো ১২টি ডেডিকেটেড সার্ভার স্থাপনের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

ই-নামজারির সুবিধা:

উপজেলা ভূমি অফিস ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের কর্মচারীগণ ই-নামজারির সিস্টেমের মাধ্যমে সহজে, দ্রুততম সময়ে ও নির্ভুলভাবে অনলাইন নামজারি কার্যক্রম (অনলাইনে আবেদন গ্রহণ, ট্র্যাকিং ও প্রসেসিং, অনলাইন পেমেন্ট, স্বয়ংক্রিয় অর্ডারশিট/নোটিফিকেশন/খতিয়ান প্রস্তুত, ডিসিআর প্রদান ও স্বয়ংক্রিয় রেজিস্টার প্রস্তুত) সম্পন্ন করতে পারেন। সেবাপ্রত্যাশী নাগরিকগণ ঘরে বসে কিংবা যেকোনো ডিজিটাল সেন্টার থেকে নামজারির আবেদন জমা দেয়ার পাশাপাশি আবেদনের সর্বশেষ অবস্থা জানতে পারেন। এছাড়া এই সিস্টেমের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপিল বোর্ড ও বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ নামজারি কার্যক্রম মনিটরিং করার পাশাপাশি বহুমাত্রিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে পারেন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

সারাদেশে এই সিস্টেমটি বাস্তবায়ন করা গেলে প্রতিটি মামলার সাথে গড়ে ০৫ (পাঁচ) জন ব্যক্তি সম্পৃক্ত থাকলে প্রতিবছর প্রায় ১,২০,০০,০০০ (এক কোটি বিশ লক্ষ) জনগণ ভোগান্তিহীনভাবে নামজারি সেবা পেতে সক্ষম হবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ মহোদয়ের নির্দেশনায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ভূমি সংস্কার বোর্ড ও a2i প্রোগ্রাম ২০১৮ সালের জুন মাসের মধ্যে সারাদেশে সিস্টেমটি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

ই-নামজারির চ্যালেঞ্জ:

তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমি-সেবায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মানসিক অবস্থানের পরিবর্তন। এ লক্ষ্যে a2i প্রোগ্রাম-এর সহযোগিতায় ভূমি সংস্কার বোর্ড ই-ভূমিসেবা তৈরির সর্বপ্রকার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এজন্য উপযুক্ত জনবল তৈরীসহ ভূমি অফিসগুলোতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরী করা হচ্ছে। এখন প্রয়োজন ভূমি ব্যবস্থাপনায় ই-সংস্কৃতি প্রবর্তনের এই ধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত রাখা। এজন্য সংশ্লিষ্ট খাতে বাজেট বরাদ্দসহ কারিগরি দিকগুলোর কার্যকর মনিটরিং জোরদার করা প্রয়োজন। ভূমি প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সহকারী কমিশনার (ভূমি), কানুনগো, সার্ভেয়ার, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, প্রধান সহকারী, সার্টিফিকেট সহকারী, নাজির-কাম-ক্যাশিয়ার, ক্রেডিট চেকিং-কাম-সায়রাত সহকারী এবং ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তার শূন্য পদগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পূরণপূর্বক তাদেরকে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

শেষ কথা:

একখণ্ড মাটি বা জমি মানুষের অন্যতম প্রধান সম্বল ও অবলম্বনও বটে। কিন্তু ভূমি ব্যবস্থাপনার অনুন্নয়নের কারণে এতদিন মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হতো পদেপদে। তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমি-সেবায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে a2i প্রোগ্রাম-এর সহযোগিতায় ভূমি সংস্কার বোর্ড ই-ভূমিসেবা তৈরিতে কাজ করে যাচ্ছে। এখন ভূমি ব্যবস্থাপনায় ই-সংস্কৃতি প্রবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে ভূমি যাবতীয় সেবাপ্রাপ্তি দিন দিন সহজ হয়ে উঠছে। দেশের ভূমির নিবন্ধন ও ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং মালিকানা ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ আনা সম্ভব হলে সামাজিক সমস্যা অনেক কমে যাবে। ভূমির মালিকানা নিয়ে জটিলতা না থাকলে সামাজিক অস্থিরতার অবসান হবে। ই-নামজারি বা ইলেকট্রনিক নামজারি পদ্ধতি চালু হওয়ায় ভূমি নামজারি সনদ পেতে আর ভোগান্তির শিকার হতে হবে না। অধিকন্তু, ভূমি মন্ত্রণালয় তার চাহিদা মোতাবেক ভূমি সংস্কার বোর্ডের www.lrb.gov.bd ওয়েব সাইট থেকে ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত হালনাগাদ যে কোন তথ্য জানতে পারবে। ফলে সরকারি রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিসহ ভূমি ব্যবস্থাপনার আইটি নেটওয়ার্ক স্থাপন ও ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা সম্ভব হবে। এতে একদিকে যেমন দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আসবে অন্যদিকে তেমনি নাগরিক সেবা সহজ ও উন্নত হবে এবং জনগণের স্বল্প সময়ে, স্বল্প ব্যয়ে ভূমি সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।

মোঃ মাহফুজুর রহমান
চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)

- ১৫ জুন ২০১৭ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে ভূমি সংস্কার বোর্ডের APA স্বাক্ষর করা হয়।
- ১৮ ও ১৯ জুন ২০১৭ তারিখে ভূমি সংস্কার বোর্ডের সাথে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) গণের APA স্বাক্ষর করা হয়।

ভিশন

- দক্ষ, স্বচ্ছ এবং জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনা

মিশন

- দক্ষ, স্বচ্ছ, আধুনিক ও টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত/ জনবান্ধবসেবা নিশ্চিতকরণ

ভূমি সংস্কার বোর্ডের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ

১. ভূমি ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি
২. রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি
৩. ভূমি বিরোধ হ্রাস

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ

১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন
২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন
৩. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন
৪. উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন
৫. কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন
৬. কর্মপরিবেশ উন্নয়ন
৭. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

সমঝোতা স্মারক (MoU)

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের Access To Information (a2i) Programme এবং ভূমি সংস্কার বোর্ডের সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক MoU

স্বাক্ষরের তারিখ : ০২/১১/২০১৬

- **উদ্দেশ্য :** ভূমি সেক্টরে ই-সার্ভিসসমূহ সহজীকরণ, উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণ।
- **কার্যাবলী:** উভয়পক্ষ ভূমি সেক্টরের ই-সার্ভিসসমূহ -
  (ক) উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণ;
  (খ) সহজীকরণ;
  (গ) Inter operable নিশ্চিতকরণ, এবং
  (ঘ) কৌশল উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণের কার্যাবলী সম্পন্ন করবে।

০২ নভেম্বর, ২০১৬ খ্রি. তারিখে ভূমি সংস্কার বোর্ড ও *a2i* এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন জনাব শামসুর রহমান শরীফ এমপি, ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, জনাব মেজবাউল আলম, মাননীয় সচিব, জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান, চেয়ারম্যান (সচিব), ভূমি সংস্কার বোর্ড, জনাব কবির বিন আনোয়ার, *a2i* প্রকল্পের মহাপরিচালক সহ আরো অনেকে।

ভূমি সংস্কার বোর্ডের দায়িত্ব :

- ভূমি সেক্টরের ই-সার্ভিসসমূহ -

১. উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণ নিশ্চিতকরণ;

২. LISF এর মানের সাথে সুসংহতকরণ ;

৩. সেবাগুলোকে অধিকতর জনগণকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা;

৪. সহজীকরণের নিশ্চয়তা বিধান;

৫. সহজীকরণের লক্ষ্যে ডোমেইন সাপোর্ট প্রদান;

৬. বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার সরবরাহ;

৭. সহজীকরণের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা ও কর্মকৌশল প্রণয়ন;

৮. সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

৯. ভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল সংস্থার/দপ্তরের তথ্যসমূহের LISF এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে একটি সমন্বিত তথ্যভান্ডার প্রস্তুতে দ্বিতীয় পক্ষকে সহযোগিতা প্রদান ;

১০. ভূমি সেবা কার্যক্রমটি সফল বাস্তবায়নে বিভিন্ন পর্যায় পরিবীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন।

দায়িত্ব (a2i)

- ভূমি সেবার ই-সার্ভিসসমূহ -

১. LISF-এর নির্ধারিত মানসমূহ নিয়মিত প্রকাশ ;

২. ভূমি ই-সার্ভিসসমূহ উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণে প্রথম পক্ষের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ;

৩. ভূমি সেক্টরের ই-সার্ভিসসমূহ উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণে ১ম পক্ষকে কারিগরি সহয়োগিতা প্রদান ;

৪. ভূমি সেক্টরের ই-সার্ভিসসমূহ সহজীকরণে প্রথম পক্ষকে পদ্ধতিগত সহায়তা প্রদান ;

৫. ভূমি সেক্টরের ই-সার্ভিসসমূহ সহজীকরণের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম নির্ধারণে ১ম পক্ষকে সহযোগিতা ;

৬. ভূমি সেক্টরের ই-সার্ভিসসমূহ সহজীকরণের প্রয়োজনীয় গাইডলাইন প্রদান ও কার্যক্রমটি সফল বস্তবায়নে পরিবীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন সহযোগিতা প্রদান।

বাৎসরিক অগ্রগতি (জুলাই / ২০১৭ হতে মার্চ / ২০১৮)

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-২০১৮					লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-২০১৮					
						অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)	২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর)	১ম অর্ধবার্ষিক (জুলাই-ডিসেম্বর)	৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ)	৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন)	বার্ষিক অর্জন (জুলাই-জুন)
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
ভূমি সংস্কার বোর্ডের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ																
[১.১] সুষ্ঠু ভূমি ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনা		[১.১] পরিদর্শন জোরদারকরণ	[১.১.১] নিষ্পত্তিকৃত নামজারি ও জমাখারিজের আবেদন	%	১৫.০০	৮০	৭৮	৭৭	৭৬	৭৫	৫৪	৬২	৬২	৭০		
			[১.১.২] জেলা রেকর্ড রুমের খতিয়ান পরে পরিদর্শন	%	৫.০০	৬৫	৬২	৫৯	৫৭	৫৫	৩৫	৪৪	৪৪	৫২		
			[১.১.৩] উপজেলা ভূমি অফিসে ব্যবস্থাপনাকৃত পরিদর্শন	%	৫.০০	৭৫	৭২	৭০	৬৮	৬৫	৫২	৬০	৬০	৬৮		
			[১.১.৪] ইউনিয়ন ভূমি অফিসে ব্যবস্থাপনাকৃত পরিদর্শন	%	৪.০০	৮০	৭৭	৭৫	৭২	৭০	৫২	৬২	৬২	৭২		

বাৎসরিক অগ্রগতি (জুলাই / ২০১৭ হতে মার্চ / ২০১৮)

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-২০১৮					লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-২০১৮					
						অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)	২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর)	১ম অর্ধবার্ষিক (জুলাই-ডিসেম্বর)	৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ)	৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন)	বার্ষিক অর্জন (জুলাই-জুন)
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
ভূমি সংস্কার বোর্ডের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ																
[১.১] সুষ্ঠু ভূমি ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনা		[১.২] ভূমি রাজস্ব আদায়	[১.২.১] উন্নয়ন করের দাবি নির্ধারণের জন্য প্রস্তুতকৃত রিটার্ন-৩	%	২.০০	৭০	৬৭	৬৪	৬২	৬০	৭৩	০	৭৩	৭৩		
			[১.২.২] আদায়কৃত ভূমি উন্নয়ন কর (সাধারণ)	টাকা (কোটি)	১০.০০	৪৪৫	৪৪২	৪৪০	৪৩৮	৪৩৬	৮৩	১১৫.৭০	১৯৮.৭০	১২০		
			[১.২.৩] ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানযোগ্য হোল্ডিং এর মধ্যে আদায়কৃত হোল্ডিং	%	৪.০০	৬৫	৬২	৫৯	৫৭	৫৫	৩১	৩৬	৬৭	৭০		
			[১.২.৪] আদায়কৃত ভূমি উন্নয়ন কর (সংস্থা)	টাকা (কোটি)	২.০০	১০০	৯৮	৯৬	৯৪	৯২	১৯	১৪	৩৩	২০		
		[১.৩] কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায়	[১.৩.১] আদায়কৃত কর বহির্ভূত রাজস্ব	টাকা (কোটি)	৩.০০	১০৬	১০৫	১০৪	১০৩	১০২	১৯	১৮.২২	৩৭.২২	২৫		

বাৎসরিক অগ্রগতি (জুলাই / ২০১৭ হতে মার্চ / ২০১৮)

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-২০১৮					অর্জন ২০১৭-২০১৮					
						অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টে)	২য় ত্রৈমাসিক (অক্টো-ডিসে)	৩য় ত্রৈমাসিক (জানু-মার্চ)	৪র্থ ত্রৈমাসিক	৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন)	বার্ষিক অর্জন (জুলাই-জুন)
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
ভূমি মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ																
		[১.৫] ভূমি ব্যবস্থাপনা ও জরিপের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি	[১.৫.১] উন্নয়ন কাজের ... প্রশিক্ষণ প্রদানকৃত	সংখ্যা (জন)	১০.০০	১৩১০	১২৯০	১২৮০	১২৭০	১২৬০	৫৮৩	১১০৫	১৬৮৮	৮৭৫		
		[১.৬] ভূমি বিরোধ হ্রাস	[১.৬.১] রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত মোকদ্দমা	%	৫.০০	৬০	৫৭	৫৫	৫৩	৫০	৩৫	৪৩	৪৩	৫০		
			[১.৬.২] সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত ... মোকদ্দমা	%	১০.০০	৭০	৬৭	৬৪	৬২	৬০	২১	৩৯	৩৯	৫০		
		[১.১৪] নব সৃজিত ... বিভাগে ও সংস্থায়	[১.১৪.১] পুনর্গঠনকৃত ...	সংখ্যা	১.০০	৮	৫	২			১	১	২	০		
			[১.১৫.১] পরিদর্শনকৃত অফিস	সংখ্যা	৫.০০	১৯৫	১৯০	১৮৮	১৮৫	১৮০	২০৫	১১৬	৩৭৪	২০০		
		[১.১৫] পরিদর্শন ও তদারকি	[১.১৫.২] পরিদর্শনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	%	২.৫০	৫০	৪৭	৪৫	৪৩	৪০	১০	২০	১৫	২০		
			[১.১৫.৩] বিভিন্ন ... আয়োজন	সংখ্যা	১.০০	১২	১০	৮	৭	৬	০	০	০	০		

ই-নামজারি নিয়ে বর্তমানে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান Behavioural Insights Team (BIT), UK কাজ করছে।

ভূমি ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগঃ ভূমি সেবা প্রদানে নতুন দিগন্তের সূচনা

সাম্প্রতিক সময়ে তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে সরকারি সেবা জনগণের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে। উপজেলা ভূমি অফিসসমূহ এ দিক থেকে কোন অংশে পিছিয়ে নেই। বিভিন্ন উপজেলায় সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণের আন্তরিক প্রচেষ্টায়, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের উৎসাহ, নির্দেশনা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতায় বিভিন্ন সফটওয়্যার ডেভেলপারদের কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতায় নির্দিষ্ট সময়ে, সহজে এবং স্বচ্ছতার সাথে হয়রানিমুক্ত ভূমিসেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গৃহিত এবং বাস্তবায়িত হচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে নামজারি সেবা প্রদান, বিবিধ মামলা পরিচালনা কার্যক্রম, খাসজমি, অর্পিত সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকরণ ও যাচাইকরণ, স্বল্পতম সময়ে সার্টিফাইড কপি সরবরাহ কার্যক্রমসহ ভূমিসেবা প্রদান কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাকে মোবাইলে SMS প্রদানের মাধ্যমে অবহিতকরণ কার্যক্রম অত্যন্ত সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে চাঁদপুর জেলার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য যেখানে WWWExperts এর কারিগরি সহযোগিতায় সদর উপজেলাসহ সকল উপজেলায় অনলাইনে ই-নামজারি সেবা প্রদান কার্যক্রম চালু করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ভূমি মন্ত্রণালয়, ভূমি সংস্কার বোর্ড এবং a2i প্রকল্প এ সকল বিক্ষিপ্তভাবে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহকে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর অধীনে আনার লক্ষ্যে উল্লিখিত বিভাগের সম্মানিত প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে শতভাগ সফল বাস্তবায়িত উদ্যোগসমূহকে যাচাই-বাছাই এর সিদ্ধান্ত নেন।

চাঁদপুর সদর উপজেলা ভূমি কার্যালয়ের ই-সেবার কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সরকারের সচিব ও ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ মাহফুজুর রাহমান।

তারই ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে জাতীয় ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো (Land Information Service Framework যা সংক্ষেপে LISF নামে পরিচিত) তৈরি করা হয় যেখানে উপজেলা ভূমি অফিসসমূহ কর্তৃক প্রদানকৃত সকল সেবা একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর অধীনে নিয়ে আসা হয়।

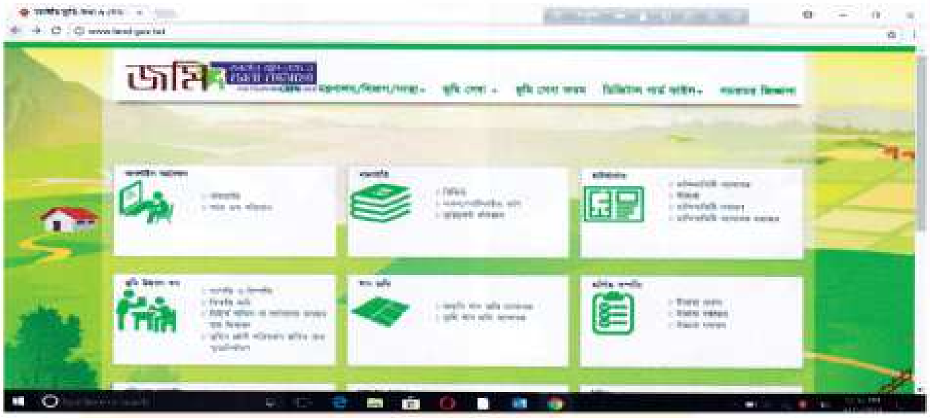

তারই অংশ হিসেবে সারাদেশে ই-নামজারি (e-mutation) কার্যক্রম চালুর লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার বোর্ড হতে ইতোমধ্যে অধিকাংশ উপজেলা ভূমি অফিসসমূহে ল্যাপটপ, স্ক্যানার, প্রিন্টারসহ প্রয়োজনীয় কম্পিউটার সামগ্রী প্রদান করা হয় এবং ভূমি সংস্কার বোর্ড এবং a2i এর যৌথ উদ্যোগে ইতোমধ্যে সারাদেশের ১৫৭ টি উপজেলায় ই-নামজারি (e-mutation) এর উপর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার এর কার্যালয়, চট্টগ্রাম কর্তৃক আঞ্চলিক লোক প্রশাসন কেন্দ্র, চট্টগ্রাম এ আয়োজিত ই-নামজারি (e-mutation) এর উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সহকারী কমিশনার (ভূমি), সার্ভেয়ার, কানুনগো, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট অফিস সহকারীগণ।

ভূমি সংস্কার বোর্ড এবং এটুআই, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর সহযোগিতায় কক্সবাজার সদর উপজেলায় ই-নামজারি প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) জনাব এন এম জিয়াউল আলম, বিশেষ অতিথি ড. মোঃ আব্দুল মান্নান, যুগ্ম সচিব ও পরিচালক, a2i , সভাপতি জনাব মোঃ আলী হোসেন, জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকবৃন্দসহ সদর উপজেলা ভূমি অফিসের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দের একাংশ।

চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলা ভূমি অফিস কর্তৃক আয়োজিত ই-নামজারি প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দের একাংশ।

ভূমি ব্যবস্থাপনায় ই-নামজারি
এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

ই-নামজারি (e-mutation) প্রক্রিয়াঃ

উপজেলা ভূমি অফিসে সেবা সহজীকরণের অংশ হিসেবে অনলাইনে নামজারি/ জমা খারিজ আবেদন গ্রহণ থেকে নিস্পত্তি করা হয়ে থাকে। পুরো প্রক্রিয়াটি অনলাইনে সম্পন্ন হওয়ায় আবেদনের প্রতিটি পর্যায়ে আবেদনকারীকে এস এম এস এর মাধ্যমে তার আবেদনের বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা হয়। চূড়ান্ত অনুমোদনের এস এম এস পাওয়ার পর আবেদনকারী উপজেলা ভূমি অফিসে এসে সরকার নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে ডি সি আর সংগ্রহপূর্বক কম্পিউটার প্রিন্টেড খতিয়ান কপি সংগ্রহ করতে পারেন। এ ছাড়াও আবেদনকারী স্বপ্রণোদিত হয়েও ওয়েবসাইট (land.gov.bd) এর নামজারি সেবা বক্সে তার আবেদনের ট্র্যাকিং নম্বর দিয়ে তার আবেদনের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারেন। ফলে আবেদনকারীকে বার বার উপজেলা ভূমি অফিসে এসে খোঁজ নিতে হয় না এবং অযথা হয়রানির মধ্যেও পড়তে হয়না। এতে সেবাগ্রহীতার সময়, অর্থ ও শ্রম বাঁচে।

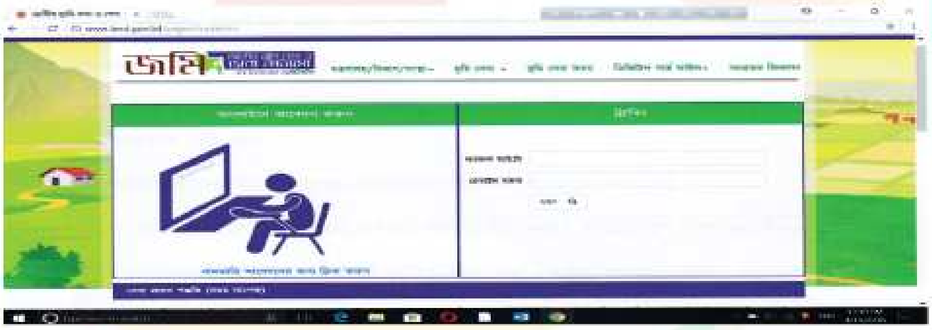

ই-নামজারি (e-mutation) প্রক্রিয়ার সুবিধাসমূহঃ

ই নামজারী (e-mutation) প্রক্রিয়া চালুর ফলে নিম্নোক্ত সুবিধাগুলো পাওয়া যায়ঃ

* আদেশপত্র, নোটিস, মহাফেজ কাগজ, রেজিস্টার ইত্যাদি হাতে লেখার পরিবর্তে কম্পিউটারে স্বয়ংক্রিয় উপায়ে মাত্র কয়েক মিনিটে তৈরী হয়;
* পূর্ব নির্ধারিত টেমপ্লেট ব্যবহার করা হয় বিধায় অত্যন্ত সহজে কর্মসম্পাদন করা যায়। তবে প্রয়োজন মত টেমপ্লেটসমূহ সংশোধন করাও যায়;
* খতিয়ান সংশোধনের মতো বিষয়গুলির হিসাব নিকাশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয় বলে তা শতভাগ নির্ভুল হয়;
* ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে যে কোনো সময়ে কার কাছে কোন বিষয় কতদিন যাবৎ অপেক্ষমাণ রয়েছে, তা জানা যায়; ফলে কাজে স্বচ্ছতা থাকে;
* রেজিস্টারের তথ্য হাতে লেখার পরিবর্তে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সন্নিবেশিত হয় বলে তা অসম্পূর্ণ থাকার কোনো সুযোগ নেই;
* অফিসের বাইরে অবস্থানকালীন সময়েও জরুরী দাপ্তরিক কর্ম অনলাইনে সম্পাদন করা যায়;
* ডাটাবেজে তথ্য সংরক্ষিত থাকে, ফলে পরবর্তী সময়ে তা প্রয়োজন অনুসারে কাজে লাগানো যায়;
* এসএমএস সিস্টেম ব্যবহার করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা যায়;
* নামজারির আবেদনের ধরনের উপর ভিত্তি করে সেগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে রেজিস্টার-IX এর ১ম বা ২য় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়;
* অনলাইনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিলপূর্বক সরাসরি আবেদন করা যায়;
* নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেবাপ্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত হয়, কারণ প্রতিটি ধাপ সময়ানুক্রমিক;
* অধিকন্তু নামজারি ফি আদায় শতভাগ নিশ্চিত করা যায়, যেহেতু নামজারি মামলা অনুমোদিত হওয়ার পর ইউনিক ডি সি আর নম্বর সিস্টেমে ইনপুট প্রদান ছাড়া কখনও খতিয়ান প্রিন্ট করা যায় না;
* সর্বোপরি মধ্যস্বত্বভোগিদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করা সম্ভব।

সক্ষমতা বৃদ্ধি: প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণে উপস্থিত আছেন জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়। জনাব মোঃ মাকসুদুর রহমান পাটওয়ারী, সাবেক অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান, চেয়ারম্যান (সচিব), ভূমি সংস্কার বোর্ড এবং বেগম সালমা আখতার জাহান (অতিরিক্ত সচিব), সদস্য (ভূমি ব্যবস্থাপনা), ভূমি সংস্কার বোর্ড।

সক্ষমতা বৃদ্ধি: প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণে উপস্থিত আছেন জনাব মোঃ আব্দুল জলিল, সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়। জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান, চেয়ারম্যান (সচিব), ভূমি সংস্কার বোর্ড।

প্রস্তাবনাঃ

তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনায় আধুনিকায়নের সুবিধা জনগণের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিতে হলে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের উপর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজনঃ

* উপজেলা ভূমি অফিস এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহকে আধুনিকায়ন করতে হবে। প্রয়োজনীয়সংখ্যক ল্যাপটপ, ডেস্কটপ কম্পিউটার, প্রিন্টার,স্ক্যানার, ইন্টারনেট মডেমসহ বিভিন্ন কম্পিউটার সরঞ্জামাদির সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে এবং এগুলো চালু রাখার এবং মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের বরাদ্দ প্রদান করতে হবে;
* উপজেলা এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিসে কর্মরতদের কম্পিউটার বিষয়ক এবং তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে ভূমিসেবা প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানসহ নিয়মিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;
* অনলাইনে ভূমি রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে একটি সুনির্দিষ্ট "পেমেন্ট গেটওয়ে" এর অনুমোদন দিতে হবে যেটি তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত এবং যাতে করে জনগণ সহজে এবং স্বাচ্ছন্দে ভূমি রাজস্ব পরিশোধ করে সহজে ভূমিসেবা পেতে পারে;
* অনলাইনে নোটিস প্রদান কিংবা SMS এর মাধ্যমে শুনানী গ্রহণের আইনগত বৈধতা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে;
* তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে ভূমিসেবা প্রদানের এবং গ্রহণের উপকারিতার বিষয়ে অংশীজনদের অবহিত এবং অনুপ্রাণিত করতে হবে। এক্ষেত্রে সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণ ইউনিয়ন ভূমি অফিসগুলোর মাধ্যমে সাধারণ জনগণের মাঝে বিষয়টি ব্যাপক প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। প্রয়োজনে তৃণমূল পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিদেরকেও প্রচারকার্যে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে;
* সর্বোপরি সেটেলমেন্ট অফিস, রেজিস্ট্রেশন অফিস এবং ভূমি অফিসকে একই কাঠামোতে আনতে হবে। এতে জনগণের হয়রানি অনেকাংশে দূর হবে।

পঙ্কজ বড়ুয়া
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
গুইমারা
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

উত্তরণের মেঠোপথে

সহকারী কমিশনার থেকে যখন সহকারী কমিশনার (ভূমি) হলাম সবাই ভাবল প্রমোশন হয়েছে। আমিও পুলকিত অন্তত জেলা প্রশাসক মহোদয় তো নেই এখানে। বন্ধু শত্রু সবাই বায়না ধরল ঢাকায় আসলে ট্রিট দিতে হবে এখন তো টাকা আর টাকা। আমি মনে মনে বলছিলাম আমার সময় তা হবে না। যাহোক কাজ শুরু করলাম। কিছুদিন যেতে না যেতেই সিদ্ধান্তে উপনিত হলাম আমাকে দিয়ে হবে না। অন্য কিছুর সহযোগিতা নিতে হবে অবশ্যই তা হতে হবে অনেক শক্তিশালী যেমন আলাদিনের দৈত্য। পেয়েও গেলাম ডিজিটাল আলাদিনের দৈত্য। আরেকটু খোলাসা করে বলা প্রয়োজন।

প্রথমেই ভূমি ব্যবস্থাপনার সমস্যা বের করার চেষ্টা করলাম। মাটির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। মানুষের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর আবর্তন ভূমিকেন্দ্রিক। অল্প কিছুদিনেই যা বুঝলাম তা হলো দাফতরিক ব্যবস্থায় ভূমি সংক্রান্ত বিরোধগুলোর নিস্পত্তি জটিল, দীর্ঘমেয়াদি এবং অস্বচ্ছ। অস্বীকার করার সুযোগ নেই যে সেবাগ্রহীতাদের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছে জিম্মি থাকতে হয়। আবার ভূমি অফিসের কর্মকর্তাদের উৎকোচ দিয়ে সেবাগ্রহীতারাও কিছু অন্যায় সুবিধা নেন। এগুলো রুখতে ভূমি প্রশাসনের কাজে গতি আনা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা, দুর্নীতির মূলোৎপাটন করে যথাযথ সেবা দেয়ার জন্য এমন এক পদ্ধতির দরকার ছিল যেটি কার্যকর আবার বাস্তবায়নযোগ্য।

এরপর সমস্যা ও উত্তরণের পথ বের করার জন্য একটি ছক করা হলো। যেটি নিম্নে দেয়া হলো।

বিদ্যমান সমস্যা	সমস্যার মূল কারণ	সমস্যার কারণে সেবাগ্রহীতাদের ভোগান্তি
নামজারিসহ ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান না করা	ক. সনাতন ও কায়িক পদ্ধতি খ. যথাযথ নজরদারির অভাব গ. মধ্যস্বত্বভোগীর উদ্ভব ও দৌরাত্ম্য	ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলা ও বিরোধের সৃষ্টি
যথাযথ প্রক্রিয়ায় নথিপত্র সংরক্ষণের অভাব	ক. শতভাগ হার্ডকপি নির্ভর, যা সংরক্ষণ করা দুঃসাধ্য খ. আসবাবপত্রের সংকট গ. স্থান সংকট	সময়মতো রেকর্ডপত্র হালনাগাদ করা যায় না, তেমনি সইমোহর প্রদানের মতো অন্যান্য নাগরিক সেবা প্রদান করা যায় না
তথ্য খুঁজে পেতে দীর্ঘসূত্রিতা	সঠিকভাবে তথ্যসূচী তৈরী ও সংরক্ষণ বা Indexing এর অভাব	ক. সরকারি স্বার্থ রক্ষা করা দূরুহ খ. যথাসময়ে নাগরিক সেবা নিশ্চিত করা অসম্ভব
একই কাজের জন্য একাধিকবার সেবাগ্রহীতার আগমন, ফলে সময় ও অর্থ অপচয়	ক. তথ্য প্রদানে যথাযথ প্রক্রিয়ার অভাব খ. মনিটরিং টুলসের অভাব	সেবা প্রদানকারী ও সেবা প্রত্যাশী উভয়ের সময় ও শ্রম বা কর্মঘন্টা নষ্ট হয়, অর্থের অপচয় হয়
বিভিন্ন মামলায় সঠিকভাবে নোটিস জারি না হওয়া	বিবাদীর প্রতি নোটিস জারির অভাব	মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিষয়ে বিবাদী অবগত না থাকায় অনেক সময় জটিলতার উদ্ভব হয়

বর্ণিত সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য উপযুক্ত একটি সফটওয়্যার ব্যবহার করা যায়, যার মাধ্যমে প্রচলিত কাজগুলির অধিকাংশই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পাদন করা যায় বলে প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত নিলাম। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়-পূর্বের পদ্ধতিতে নামজারি সংক্রান্ত আদেশপত্র শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটাই হাতে তৈরী করা হয়, নোটিস, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন-প্রভৃতি সবকিছুই লেখা হয় একই উপায়ে, যা শুধু সময় সাপেক্ষই নয়, ভুলেরও অবকাশ রয়ে যায় এতে। আবার,

খতিয়ান তৈরীর মতো কাজগুলি হাতে করার ফলে প্রচুর ভুল হয় এবং হিসাব-নিকাশ যথাযথ হয়না। বর্ণিত সফটওয়্যারের মাধ্যমে খতিয়ান সংক্রান্ত সকল হিসাব নিকাশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে করা যায়, ফলে ভুলের সুযোগ যেমন কমে আসে, তেমনি সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন হয়। সাবেক পদ্ধতিতে মালিকানার হিস্যা নির্ধারণের কাজটিও অত্যন্ত সহজে ও নির্ভুল উপায়ে সম্পাদন করা যায় এর মাধ্যমে। বিভিন্ন রেজিস্টার (যেমন রেজিস্টার IX, I, XIII) ইত্যাদির প্রথম থেকে শেষ অবধি প্রতিটি তথ্য সন্নিবেশন ও হালনাগালকরণের কাজটি শতভাগ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হওয়ায় একদিকে সময় বাঁচে, অন্যদিকে প্রতিটি কাজ যথাযথ ও নিয়মতান্ত্রিক হয়।

ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা ও কানুনগো'র প্রতিবেদন ধারাবাহিকভাবে অনলাইনে প্রদানের ফলে আবেদনের ক্রম অনুসারে নিষ্পত্তি যেমন নিশ্চিত হয়, তেমনি দ্রুততার সাথে মামলা নিষ্পত্তির ফলে সময় সাশ্রয় হয়। এসএমএস নোটিফিকেশনের কারণে কোন্ আবেদন কার কাছে কি অবস্থায় আছে, তা সরাসরি আবেদনকারীর মুঠোফোনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জানিয়ে দেয়ার ফলে সেবগ্রহীতাগণের আগমনের সংখ্যা, অর্থ ব্যয় ও সময় সাশ্রয় করা সম্ভব হয়। আবার ওয়েবসাইটে প্রতিটি বিষয়ের সর্বশেষ অগ্রগতির তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হয় বলে কাজের স্বচ্ছতাও নিশ্চিত হয়। রিভিউ মিসকেসের মতো বিষয়েও প্রতিটি শুনানীর তারিখ মুঠোফোন এবং ওয়েবসাইটে জানানো সম্ভব, প্রতিটি মামলার ফরোয়ার্ড ডায়রী স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে তৈরি হওয়ায় আগে থেকেই জানা যায়-কোন্ মামলা কবে নিষ্পত্তি হবে। অর্পিত, পরিত্যক্ত,খাস প্রভৃতি সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং নথিপত্র হালকরণের জন্য এ সফটওয়্যার সিস্টেমটি অত্যন্ত কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব। কোন মামলার ইজারাগ্রহীতা কোন্ সাল পর্যন্ত লীজ নবায়ন করেছেন, সে সকল তথ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি ওয়েবসাইট থেকেও জেনে নেয়া যায় সরাসরি। অপরদিকে, ইজারাগ্রহীতাও সহজে জেনে নিতে পারেন-তার লীজ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য। ইজারাগ্রহীতা যে কোনো ইজারা নবায়ন করা মাত্রই তার মুঠোফোনে এসএমএস বার্তা যাবার ফলে তিনিও নিশ্চিত হতে পারছেন উক্ত আবেদনটির বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে।

প্রতিমাসে যেসব প্রতিবেদন উর্ধতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করা হয়, সেগুলি নানা কারণে যথাসময়ে নির্ধারিত শাখায় বা কর্মকর্তার নিকট পৌঁছানো নিশ্চিত করা যায় না। এ অটোমেশন সিস্টেমের মাধ্যমে সকল প্রতিবেদন খুব সহজে অনলাইনে প্রেরণ এবং স্বয়ংক্রিয় উপায়ে সেগুলির ফরোয়ার্ডিং তৈরি করা সম্ভব। ফলে প্রতিবেদন প্রেরণের অনিশ্চয়তা দূর হওয়ার পাশাপাশি সময়, শ্রম ও অর্থ সবগুলিই সাশ্রয় হয়। পত্রজারির মতো বিষয়গুলিও খুব সহজে অন্তর্ভুক্ত করা যায় এতে।

এলক্ষ্যে কাজ শুরু করলাম আমিসহ ২৮ তম ব্যাচের আসিফুর রহমান, আশরাফুল ইসলাম ও আমাদের একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল আমরা ভূমি জানতাম বেশি, সফটওয়্যার কম। আবার আমাদের বন্ধু সফটওয়্যার বেশি, ভূমি কম। অনেক পরিশ্রমের ফসল ছিল এর সুন্দর সমন্বয়। একসময় এমন হলো আমাদের বন্ধু আমাদের চেয়ে ভূমি বেশি জানত এমনকি ভূমি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ সে পরিচালনা করত আমাদের অফিসের কর্মচারিদের নিয়ে। যাহোক সমস্যা তো জানা হলো একইসাথে সমাধানও। এবার বাস্তবায়ন। খুব সহজ করার চেষ্টা করেছিলাম। যেভাবে ভূমি অফিসে কাজ হয় সিদ্ধান্ত নিলাম সেভাবেই হবে। একটি প্রসেস ম্যাপ দেখানো যেতে পারে।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে a2i দৃষ্টিকোণে প্রত্যাশিত ফলাফল ছিল নিম্নরূপ।

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	৪৫ দিন	৩০০০ টাকা-৫০০০ টাকা	৮ বার বা ততোধিক
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	১৫ দিন	১০০০ টাকা-১৫০০ টাকা	২ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবাগ্রহীতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	৩০ টাকা	২৭০০ টাকা	৬ বার

এছাড়াও আরও যে ফলাফল পাওয়া গেল-

(১) নথিপত্রের চিরস্থায়ী ডাটাবেজ তৈরি, যা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকেই দেখা বা প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করা যায়।
(২) দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা, ফলে নাগরিক সেবা প্রদান আরো সহজ এবং উন্নত হয়।
(৩) অফিসে না এসেও বিভিন্ন নথিপত্র যাচাই বাছাইয়ের কাজ ঘরে সম্পন্ন করা যায়।

ভূমি ব্যবস্থাপনায় ই-নামজারি এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

ভূমি থেকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর সবচেয়ে বড় ভয় ছিল এত কষ্ট না বিফলে যায়। কিন্তু আমার মনে হয় সে যাত্রা এখন আরও আধুনিক ও যুগোপযোগি হয়েছে ভূমি সংস্কার বোর্ডের হাত ধরে। তাই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই ভূমি সংস্কার বোর্ড, বিশেষ করে জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান স্যারকে।

বাংলাদেশে ভূমি ব্যবস্থাপনায় তিনটি প্রশাসন কাজ করে। প্রথমত, ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদফতর (ডিএলআরএস) ভূমি জরিপের দায়িত্ব পালন করে এবং ভূমির স্বত্বলিপি বা রেকর্ড প্রণয়ন করে। দ্বিতীয়ত, মাঠপর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনার থেকে শুরু করে সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেকর্ড হালনাগাদ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ভূমি রাজস্ব আদায় করেন। তৃতীয়ত, মাঠপর্যায়ে আইন মন্ত্রণালয়ের অধীন সাব-রেজিস্ট্রার করেন ভূমি রেজিস্ট্রেশন কাজ। আমি বিশ্বাস করি এই তিন প্রতিষ্ঠানকে একসাথে ডিজিটালাইজ করতে না পারলে সত্যিকারের ভূমি সেবা নিশ্চিত করা যাবে না। কারণ দেশের সাব-রেজিস্ট্রি অফিসগুলো এ কার্যক্রমের আওতায় এনে সব ধরনের নিবন্ধন ফরম, জমির ধরন অনুযায়ী নিবন্ধক খরচ এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য নিবন্ধন বিভাগের নিজস্ব ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হলে সাধারণ মানুষকে আর দলিল লেখক, নকলনবিস বা দালালদের ওপর নির্ভর করতে হতো না। আমি সেই দিনের আশায় রইলাম যেদিন ভূমি সংস্কার বোর্ডের হাত ধরে ভূমির সকল সেবা আধুনিক হবে এবং আমাদের ভূমি সেবা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অনুসরণীয় হয়ে আলোচিত হবে।

মোঃ যুবায়ের
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সিঙ্গাইর, মানিকগঞ্জ।

দুর্নীতিমুক্ত ও আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর জনবান্ধব ভূমি অফিস প্রতিষ্ঠার গল্প

প্রেক্ষাপট :

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। এই ছোট ভূখণ্ডে প্রায় ষোল কোটি মানুষের বসবাস। গ্রামের অনেক মানুষ এখনও দারিদ্র্য সীমার নিচেই বসবাস করে। গ্রামীণ মানুষের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উৎস কৃষি । যার জমি আছে সে নিজের জমি চাষ করে, যার জমি নাই সে পরের জমি বর্গা চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে। এ কারণে এদেশে জমির গুরুত্ব অনেক বেশি। একটি এলাকায় এমন কোন মানুষ নাই যে, ভূমির সাথে তার কোন সম্পর্ক নাই। ভূমির এই গুরুত্বের কারণেই ভূমি নিয়ে মানুষের মাঝে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগেই থাকে। আদালতে যত মামলা দায়ের হয়, তার বেশিরভাগ মামলাই ভূমিকেন্দ্রিক। ভূমি সংক্রান্ত হিসাব-নিকাশ, এর দীর্ঘ প্রক্রিয়া এবং এ সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন সাধারণ মানুষের কাছে বেশ জটিল। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দালালচক্র ও কিছু অসাধু কর্মচারী মানুষকে জিম্মি করে হাতিয়ে নিচ্ছে প্রচুর টাকা। এ কারণে সাধারণ মানুষ খুব অসহায় পড়ে। তাদের কোন ভরসাস্থল নাই। সাধারণ মানুষের এই দুঃখ-দুর্দশার কথা চিন্তা করে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা ভূমি অফিসকে দুর্নীতিমুক্ত ও আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর জনবান্ধব ভূমি অফিস প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শুরু করা হয়।

অফিসের গেটের পাশে দুর্নীতি বিরোধী বড় বিলবোর্ড স্থাপন।

ভূমি অফিস দুর্নীতিমুক্ত ঘোষণা :

জনবান্ধব সরকারি অফিস প্রতিষ্ঠার মূলশর্ত জনসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ঘুষ ও দুর্নীতি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা এবং কর্মকর্তা/কর্মচারী-দের সেবাবান্ধব মানসিকতা তৈরি করা। এ লক্ষ্য অর্জনে বেশ কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। কার্যক্রমসমূহের মধ্যে স্টাফদের নিয়ে সভা করা হয়, সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয় এবং এ কাজ বাস্তবায়নে সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়। কয়েকমাস এ রূপ কার্যক্রম বাস্তবায়নের পর উপজেলা ভূমি অফিস দুর্নীতিমুক্ত ঘোষণাপূর্বক অফিসের সামনে দুর্নীতি বিরোধী বড় একটি বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়।

অফিসের উন্নত কর্মপরিবেশ তৈরি ও হয়রানিমুক্ত উন্নত সেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি:

সুন্দর কর্মপরিবেশ উন্নত সেবা প্রদানের অন্যতম শর্ত। প্রায় সব সরকারি দপ্তরে কর্মচারীদের কক্ষে প্রবেশ করলে পুরাতন ভাঙ্গা টেবিল-চেয়ার, ভাঙ্গা ও নোংরা আলমারি এবং জরাজীর্ণ ফাইলের স্তুপ চোখে পড়ে। যার মধ্যে বসে কর্মচারীরা তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করে। দীর্ঘদিন এমনভাবে অফিসের কর্মপরিবেশে অভ্যস্ত হওয়ায় তাদের মনও ছোট হয়ে যায়।

এমন পরিবেশে বসে সেবা প্রদানকারী কর্মচারীদের কাছ থেকে উন্নত সেবা আশা করা যায় না। এ জন্য কর্মচারীদের অফিস কক্ষ আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা ভূমি অফিসের কর্মচারীদের কর্মপরিবেশ সুন্দর করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয় এবং একটি চমৎকার পরিবেশ তৈরি করা হয়।

কর্মচারীদের অফিস কক্ষের পূর্বের ছবি

কর্মচারীদের অফিস কক্ষের পরের ছবি

পুরো অফিসের কর্মপরিবেশ ভাল ছিলনা। পুরো অফিস রংচটা, নোংরা ও ভাঙ্গা ছিল। সম্পূর্ণ অফিস সংস্কার করা হয়, অফিসের ভিতর ও বাহিরে রং করা হয়, এছাড়া পুরো অফিসে টাইলস স্থাপনপূর্বক ফুলের টব দিয়ে সাজিয়ে একটি চমৎকার কর্মপরিবেশ তৈরি করা হয়। অফিসের সুন্দর পরিবেশ সুন্দরভাবে জনসেবা প্রদানের স্পৃহা তৈরি করে। ফলে সর্বোচ্চ ভূমি সেবা প্রদান করা সম্ভব হয়।

অফিসের পূর্বের ছবি

অফিসের পরের ছবি

সেবাগ্রহীতাদের হয়রানী ছাড়া সেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্থাপন করা হয় নাগরিক সেবাকেন্দ্র। এছাড়া কেবিনেট ডিভিশন এর সর্বশেষ নির্দেশনার আলোকে সিটিজেন চার্টার স্থাপন, মানুষের বিশ্রামের জন্য গোলঘর তৈরি করা হয়।

সিটিজেন চার্টার

নাগরিক সেবাকেন্দ্র

সেবাগ্রহীতাদের সবার জন্য গোলঘর

সাধারণ মানুষের হয়রানী লাঘবে অফিসের সকল কর্মচারীকে পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়, যেন সাধারণ মানুষ অফিসের কর্মচারীদের সহজেই চিনতে পারে। নির্দেশনার আলোকে তথ্য অধিকার আইনে তথ্য ইউনিট গঠন করা হয়। সেবাগ্রহীতাদের সুবিধার জন্য ফ্রন্টডেস্ক কাম ভূমি তথ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

কর্মচারীদের পরিচয় পত্র প্রদান

তথ্য ইউনিট গঠন

ফ্রন্টডেস্ক

৬০ বছরের রেকর্ড সজ্জিতকরণ:

ভূমি অফিসের অত্যন্ত জরাজীর্ণ রেকর্ডরুম, যার মধ্যে অগোছালো অবস্থায় পড়েছিল ষাট বছরের অধিক সময়ের রেকর্ড। যে রেকর্ডরুমের বাহাত্তর হাজার রেকর্ড অত্যন্ত সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখা হয় এবং সম্পূর্ণ রেকর্ডরুম সংস্কার করা হয়। পূর্বে যে রেকর্ড খুঁজে পেতে এক সপ্তাহ সময় লাগত বা কখনও খুঁজে পাওয়া যেত না, তা এখন মাত্র কয়েক মিনিটেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

রেকর্ডরুমের নথি ও ভবনের পূর্বের অবস্থা

রেকর্ডরুমের নথি ও ভবনের পরের অবস্থা

মানুষের হয়রানী রোধে অফিসের সকল কর্মচারীর ছবি, মোবাইল নম্বর ও দায়িত্ব সম্বলিত ডিজিটাল বোর্ডে, উপজেলা ভূমি প্রশাসনের বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত ডিজিটাল বোর্ড এবং সপ্তাহের প্রতি বুধবার গণশুনানী পরিচালনার লক্ষ্যে গণশুনানী বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।

সকল কর্মচারীর ছবিসহ তথ্য সম্বলিত বোর্ড

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা ভূমি প্রশাসনের মৌলিক তথ্যাবলী

গণশুনানী বোর্ড

ভূমি ব্যবস্থাপনায় তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার :

ভূমি সংস্কার বোর্ড এর মাধ্যমে এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় বাংলাদেশের মধ্যে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা ভূমি অফিসের প্রথম নামজারি আবেদন অনলাইনে গ্রহণ ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে LISF (Land Information & Service Framework) এর আওতায় অটোমেশন সিস্টেম এর পাইলটিং শুরু হয়। এ সিস্টেম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপজেলার সকল ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা এবং উপজেলা ভূমি অফিসের সকল স্টাফকে ই-নামজারি ও কম্পিউটারের মৌলিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ভূমি সংস্কার বোর্ড এর মাননীয় চেয়ারম্যান (সচিব) জনাব মোঃ মাহ্‌ফুজুর রহমান ঝিনাইদহ সদর উপজেলায় এই প্রকল্পটি উদ্বোধন করেন।

দেশের প্রথম LISF এর আওতায় ঝিনাইদহ সদর উপজেলা ভূমি অফিসে ই-নামজারি সিস্টেম উদ্বোধন করেন ভূমি সংস্কার বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান (সচিব) জনাব মোঃ মাহ্‌ফুজুর রহমান

অফিসের কর্মচারীদের সময়মত অফিসে আগমন তদারকির জন্য স্থাপন করা হয় ডিজিটাল হাজিরা। অফিসকে দালালমুক্ত করাসহ অফিসের সার্বিক নিরাপত্তা বিধান করে অফিসের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়।

ডিজিটাল হাজিরা

সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন

অফিসের সকল স্টাফকে দুই বার কম্পিউটারের মৌলিক বিষয় ও ই-নামজারি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অফিসে হেল্পডেস্ক স্থাপন করে সেখানে সার্বক্ষণিক একজন স্টাফকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। তিনি প্রতিদিন সাধারণ মানুষের নামজারি আবেদন ফরম বিনামূল্যে পূরণ করে দেন, যেন মানুষ দালালের খপ্পরে পড়ে প্রতারিত না হন। অফিসে স্থাপন করা

হয়েছে অভিযোগ বাক্স। মানুষ তাদের অভিযোগ ও পরামর্শ উক্ত বাক্সের মধ্যে রেখে দেন। সাধারণ মানুষের ভূমি সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে ভূমির মৌলিক বিষয় সম্বলিত একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। অফিসের দৈনন্দিন কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সপ্তাহের প্রতি রোববার সকালে অফিসের সকল স্টাফকে নিয়ে সাপ্তাহিক 'কর্মপরিকল্পনা সভা' করা হয়। এছাড়া ফেসবুক ব্যবহার করে ভূমি সেবায় গতিশীলতা লক্ষ্য করা যায়। নিয়মিত সাধারণ মানুষ তাদের সমস্যা ভূমি অফিসের সেবার বিষয়ে মতামত ফেসবুকে জানানোর ফলে ভূমি সেবার মান আরো বৃদ্ধি পায়।

দেড় লক্ষ আরএস পর্চা স্ক্যান :

জেলা রেকর্ড রুমে, উপজেলা ভূমি অফিস, ইউনিয়ন ভূমি অফিসে রক্ষিত আরওআর ভলিউম এর অনেক পাতা কতিপয় অসৎ কর্মচারী-/ব্যক্তি কর্তৃক অতীতে ছেঁড়া হয়েছে। যে কারণে অনেক মানুষে খতিয়ানের নকল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে হয়রানির শিকার হয়। এ বিষয়টি চিন্তা করে প্রায় দেড় লক্ষ আরএস পর্চা স্ক্যান করে সংরক্ষণ করা হয়। এ কাজ শেষ করতে প্রায় এক বছর সময় লেগে যায়। আরএস রেকর্ড এর ক্ষেত্রে এখন আর 'ভলিউম ছেঁড়া থাকায় নকল প্রদান করা গেল না' এর হয়রানি থেকে মানুষ রেহাই পাবে।

খতিয়ান স্ক্যানের একটি চিত্র

উপজেলার ১৮টি ইউনিয়ন/পৌর ভূমি অফিসে উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে ল্যাপটপ প্রদান করা হয়। বাংলাদেশের মধ্যে প্রথম উপজেলা হিসাবে ই-ফাইলিং সিস্টেম চালু করা হয়। এছাড়া নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সচল রাখার জন্য পুরো অফিসে ওয়াই-ফাই জোন তৈরি করা হয়।

১৮টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসে ল্যাপটপ বিতরণ

ই-ফাইলিং চালুকরণ

ওয়াইফাই জোন তৈরি

শুধু ঝিনাইদহ সদর উপজেলা ভূমি অফিস নয়, সারা বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনায় আধুনিকায়নসহ আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান সময়ে নতুন প্রজন্মের সহকারী কমিশনার(ভূমি)গণ তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন, ভূমির মত একটি জটিল বিষয়ে সাধারণ মানুষের হয়রানি লাঘবের মাধ্যমে দ্রুত ভূমি সেবা প্রদানের। ভূমি সংস্কার বোর্ড ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নে বেশ কিছু যুগান্তকারী উদ্যোগ সাম্প্রতিক সময়ে গ্রহণ করেছে। সর্বশেষ ভূমি সংস্কার বোর্ড এর উদ্যোগে ভূমি ব্যবস্থাপনায় অটোমেশন ও ই-নামজারি ভূমি সেবা সহজীকরণে এবং সাধারণ মানুষের ভোগান্তি লাঘবে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হচ্ছে।